সংবাদ

তারিখ 25 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

মানববন্ধনে শিক্ষক ও পরিবারের দাবি

জবি শিক্ষার্থী দীপাকে হত্যা করা হয়েছে

প্রতিনিধি, জবি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) গণিত বিভাগের মাস্টার্স শেষ সেমিস্টারের শিক্ষার্থী দীপা রাণী নাথকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। নিজের বাড়িতে স্ত্রীকে খুন করেছেন দীপার স্বামী দেব্রত চৌধুরী। তার সঙ্গে দীপার শ্বশুর-শাশুড়িও জড়িত রয়েছে। সোমবার দুপুর ১১টায় জবি শহীদ মিনারের সামনে দীপা হত্যার বিচার চেয়ে এক মানববন্ধনে এসব কথা বলেন বক্তারা। জবির শিক্ষার্থীদের আয়োজিত এ মানববন্ধনে দীপার পরিবারের সদস্যরাও অংশ নেন।

মানববন্ধনে গণিত বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আইয়ুব আলী বলেন, একের পর এক হত্যা হচ্ছে। কিন্তু বিচার পাচ্ছি না। গণিত বিভাগের শিক্ষক ড. সালমা খানম বলেন, আমরা শঙ্কিত যে, আমরা হয়তো ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হব। দীপার বাবা দীজেন্দ্র লাল দেবনাথ বলেন, আমার মেয়ে শিক্ষিত, মৃত্যুর দিন বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে দীপা আমার সঙ্গে মোবাইলে স্বাভাবিকভাবে অনেক কথা বলেছে। কিন্তু সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে দীপার স্বামী আমাকে মোবাইলে বলল দীপা আত্মহত্যা করেছে, দীপার লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে। দীপার এক ননদ হাসপাতালে ভর্তি থাকলেও দীপার লাশ দেখতে আসেনি। তার শ্বশুর-শাশুড়িও আসেনি। দীপার স্বামী পরিকল্পিতভাবে দীপাকে হত্যা করেছে।

দিপার বড় বোন সুবর্ণা নাথ বলেছেন, খুন করে দীপার স্বামী আমাদের নানাভাবে হুমকি দিচ্ছে যেন আমরা বেশি বাড়াবাড়ি না করি। তারা লাশটিকে পুড়িয়ে ফেলতে চেয়েছিল, তবে আমরা তা হতে দেইনি।

দীপার সহপাঠী জবি গণিত বিভাগের শিক্ষার্থী নাবিলা বলেন, এটি একটি ঠাণ্ডা মাথার খুন ছাড়া অন্য কিছু নয়। মানববন্ধনে আরও উপস্থিত ছিলেন দীপা রাণীর মা রুপালী দেবনাথ, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান মহিলা ঐক্য পরিষদের ঢাকা মহানগরের সভাপতি সুপ্রিয়া ভট্টাচার্য, জবির প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সুকুমার চন্দ্র সাহা, জবি ছাত্রলীগের সভাপতি এফএম শরিফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক এসএম সিরাজুল ইসলামসহ পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থী।